Kandi Raj College. Page (1)

B.A. Pol. Science (Hons)

POL-H-GE-T-4(A)

Unit-4 - SAARC, Sem-IV

T.M.

Ques: SAFTA - South Asian Free Trade Area.

বর্তমান পৃথিবীতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান ~~বিশ্বে~~ প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে কোন রাষ্ট্রই একক প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে পারে না— কারণ সমষ্টিগত অর্থনৈতিক উন্নয়নই বেশী লাভজনক। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখার জন্যই সার্কভুক্ত (SAARC) দেশগুলি বাণিজ্য ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতাকে আরও সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সাফটা গঠন:— ১৯৯৭ সালের মে মাসে মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে অনুষ্ঠিত সার্কের নবম শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক অন্তর্ভুক্ত দেশের প্রতিনিধিগণ ঘোষণা করেন যে, ২০০১ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়াকে একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল হিসাবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। ফলে নেপালের রাজা বীরেন্দ্র সাফটা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এর ফলে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে তোলার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে সার্কভুক্ত দেশগুলির যাতায়াতের ব্যাপারে বাধানিষেধ শিথিল করার কথা বলা হয় এবং সন্ত্রাসবাদ, মাদক চালান ও শিশুশ্রমের অপব্যবহার রোধের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণের কথাও বলা হয়।

তবে সাফটার আনুষ্ঠানিক জন্ম হয় ২০০৪ সালের ৬ই জানুয়ারী পাকিস্তানের ইসলামাবাদে সার্কের দ্বাদশ শীর্ষ সম্মেলনে। এই সম্মেলনে ~~বলা হয় যে~~ সার্কভুক্ত ৮টি দেশের (২০১১) ১.৮ মিলিয়ন জনসংখ্যা বিশিষ্ট স্থানকে নিয়ে একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠিত হয়। এই চুক্তিতে বলা হয় যে ২০১৬ সালের মধ্যে এই দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য দ্রব্য চলাচলের জন্য শুল্ক ব্যবস্থা শূন্যতে আনা হবে।

উদ্দেশ্য:— সাফটা চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য হল সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়ে তোলা এবং প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। সাফটা ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে — (ক) বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সমস্ত বিধিনিষেধের অপসারণ ও সদস্য দেশগুলির মধ্যে মুক্ত পণ্য চলাচল;

(খ) সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ ও সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান।

(গ) নিজেদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য উপযুক্ত

প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা, এবং

(ঙ) চুক্তির সুফল যাতে সদস্যরাষ্ট্রের কাছে সহজে পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরী হয়।

নীতিসমূহ:— সাফটা চুক্তির ৩ নং ধারায় নিম্নলিখিত নীতিসমূহের কথা বলা হয়েছে:—

(ক) সাফটা চুক্তিতে বলা হয়েছে যে, সদস্য রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে গৃহীত নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

(খ) সাফটা পরিচালনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংগঠনের নিয়মনীতি মেনে চলবে।

(গ) আর্থিক সমতা ও পারস্পরিকতার ভিত্তিতে সকলেই সমান-সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে।

(ঘ) ধাপে পণ্য বাণিজ্য ও শুল্ক এবং অন্যান্য বিধিনিষেধের অপসারণের ভিত্তিতে সাফটা পরিচালিত হবে। এবং

(ঙ) আর্থিক অগ্রগতির অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া অর্থনীতির ক্ষেত্রে সাফটা বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করবে।

মূল্যায়ন:— তবে সর্বশেষে সাফটার ভবিষ্যৎ খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। বাণিজ্যিক উদার প্রসারের ক্ষেত্রে সাফটার সাফল্য ও গুরুত্ব হতাশাজনক। সাফটার উল্লেখযোগ্য সাফল্য না পাওয়ার মূল কারণ হল রাজনৈতিক মতবিরোধ। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও খুব একটা ভালো না। পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে উত্তেজনা প্রবণতা ও তিক্ত সম্পর্ক সাফটার অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে পড়েছে। যদিও সার্ক রাজনৈতিক সমস্যা মোকাবিলার উপযুক্ত মঞ্চ তবুও দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি শুধু দুঃখজনকই নয়— উদ্বেগজনকও বটে।

End.